অর্গানাইজেশন ফর সোসাল এডভান্সমেন্ট এন্ড কালচারাল এক্টিভিটিস (ওসাকা)

রেজিস্ট্রেশন ঠিকানা: গ্রাম: চরগড়গড়ী, ডাকঘর: বাঁশেরবাদা, উপজেলা: ঈশ্বরদী, জেলা: পাবনা

বর্তমান প্রধান কার্যালয়: চক রামানন্দপুর, গাছপাড়া, পাবনা

রেজিস্ট্রেশন নং: পাবনা-৬১৪/৯৮, তারিখ: ০৩.০৮.১৯৯৮ খ্রি.

বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৪

অর্গানাইজেশন ফর সোসাল এডভান্সমেন্ট এন্ড কালচারাল এক্টিভিটিস-এর সংক্ষিপ্ত রূপ 'ওসাকা'। ১৯৯৪ সালের ১৬ এপ্রিল সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়নের চরগড়গড়ি গ্রামে ওসাকা'র কার্যালয় স্থাপনের মধ্যদিয়ে মূলত শুরু হয় ওসাকা'র কার্যক্রম। এখানে চর গড়গড়ি গ্রামের একটু বর্ণনা দেয়া প্রয়োজন। চর গড়গড়ি ঈশ্বরদী উপজেলা সদর থেকে ২০ কি.মি. এবং পাবনা জেলা সদর থেকে ১৫ কি.মি. দূরে পদ্মা নদীর চরাঞ্চলে অবস্থিত একটি গ্রাম। সংস্থা প্রতিষ্ঠাকালে শহরের সাথে দ্রুত যোগাযোগের কোন আধুনিক মাধ্যম এখানে ছিল না। ছিল না পাকা রাস্তা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, জ্ঞান বিজ্ঞানের বিদ্যাপীঠ। বর্ষাকালে শহরের সাথে যোগাযোগ অত্যন্ত কঠিন ছিল। গ্রামের মানুষের প্রধান পেশা কৃষি। পদ্মার চরে জেগে ওঠা জমিই এদের চাষাবাদের মূল ভিত্তি। ফলে কাইজা-ফ্যাসাদ, খুনোখুনি, মামলা-মোকদ্দমা, ঝগড়া-কলহ এখানকার নিত্য দিনের চিত্র। গ্রামের ৯২% মানুষই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিল। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, উন্নত সভ্যতা, শিক্ষা-দীক্ষার ছোঁয়া না থাকায় গ্রামবাসী অর্থনৈতিক কষ্ট এবং দুর্দশার মধ্যে বসবাস করত। সরকারি বা বেসরকারি কোন সংস্থাই এ জনপদের মানুষের দুর্দশা লাঘবে কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ওসাকা'র নির্বাহী পরিচালক মজিদ মাহমুদ এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার আজন্ম বাসনা গ্রামবাসীদের এহেন অবস্থার একটু উন্নয়ন ঘটানো। এ ইচ্ছা থেকেই ওসাকা'র জন্ম এবং চরগড়গড়ি গ্রাম থেকেই ওসাকা'র যাত্রা শুরু হয়। এরপর 'ওসাকা' একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ১৯৯৫ সালে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ১৯৯৮ সালে সমাজ সেবা অধিদপ্তর ও ২০০৮ সালে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি কর্তৃক নিবন্ধিত হয়ে অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে দেশের বিভিন্ন জেলায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ওসাকা'র লক্ষ্য মানুষের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটানো।

ওসাকা'র ভিশন: জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটিয়ে ন্যায় ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

ওসাকা'র মিশন:

- কর্ম এলাকা নির্ধারণ
- অভিষ্ঠ শ্রেণির জনগণ চিহ্নিতকরণ
- জন সংগঠন বিনির্মাণ
- প্রকল্প বাস্তবায়ন

<u>ওসাকা'র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য :</u>

ক. গরীব, দুঃস্থ, দিনমজুর, ভূমিহীন ও বিত্তহীন জনগণের মধ্যে আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে স্বনির্ভরতা গড়ে তোলা।

খ. হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল পালন, সব্জি বাগান তৈরি, ক্ষুদ্র ও বাঁধাই ব্যবসা, ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পকারখানার মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, বৃক্ষরোপনসহ পরিবেশ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা।

গ. বিভিন্ন প্রকার বই, পত্রিকা, পোস্টার, ম্যাগাজিন ইত্যাদি প্রকাশসহ গ্রন্থাগার পরিচালনা।

ঘ. নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ। যেমন : গণশিক্ষা কেন্দ্র, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কেজিস্কুল, উচ্চ মাধ্যমিক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি।

ঙ. এলাকার গরীব দুঃখীদের সু-চিকিৎসার্থে চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনসহ এতৎসংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ।

চ. জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধকল্পে পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র স্থাপনসহ এতৎসংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ।

ছ. খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ।

জ. দারিদ্র্য-বিমোচনকল্পে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ।

ঝ. বিভিন্ন জাতীয় ও ধর্মীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপন।

ঞ. মাদক ও যৌতুক বিরোধী আন্দোলন।

ট. এলাকার গরীব দুখীদের কল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ।

ঠ. দুর্যোগ মোকাবেলা ও ত্রাণ কার্য পরিচালনা।

ড. গরীব দুঃস্থ, বিত্তহীন ও দিনমজুরদের কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প গ্রহণ। যেমন- হাঁস-মুরগী পালন, গবাদি খামার তৈরি, সব্জি বাগান তৈরি, ক্ষুদ্র ব্যবসা, বাঁধাই ব্যবসা, মৎস্য চাষ, কৃষি খামার, ঢেঁকি প্রকল্প, সেলাই ও উলবুনন, এ্যামব্রয়ডারি, রেডিও-টিভি মেরামত, কম্পিউটার, সফ্‌টওয়ার, ওয়েবসাইট, আধুনিক প্রযুক্তিবান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠান, কুটির শিল্প, প্রেস, প্রকাশনা, প্রযুক্তি যোগাযোগ, শিল্পকারখানা ইত্যাদির মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

ঢ. বিত্তহীন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ এবং সম্পদ সমন্বিতকরণ ও দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন/খাস জমি বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে সহায়তাকরণ।

ওসাকা'র আইনগত অবস্থান: ওসাকা একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে সংস্থাটি এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং ১৯৯৮ সালে সমাজ সেবা অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন সনদ পত্র লাভ করে। অতপর ওসাকা ২০০৮ সালে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি থেকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সনদ লাভ করে।

ক্রমিক নং	নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ	নিবন্ধন নম্বর	নিবন্ধনের তারিখ
০১	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	৯৩৫	২৫/০৫/১৯৯৫
০২	সমাজসেবা অধিদপ্তর	পাবনা-৬১৪/৯৮	০৩/০৮/১৯৯৮
০৩	মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি	০২৪২৮-০৩৭৪৪-০০১৮৬	২৫/০৩/২০০৮

কর্ম এলাকা: ৭টি জেলা: পাবনা, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, রাজশাহী, বগুড়া ও কুষ্টিয়া জেলা।

সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে ৪৪৬ জন ও প্রকল্পের ৭২ জনসহ সর্বমোট ৫১৮ জন দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীবাহিনী দ্বারা বর্তমানে নিম্নলিখিত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে:

১. ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ২. শিক্ষা কার্যক্রম ৩. সমৃদ্ধি কর্মসূচি ৪. প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি
৫. কৈশোর কর্মসূচি ৬. এসইপি-মিনি গার্মেন্টস ৭. এসইপি-লিচু ৮. রেইজ প্রকল্প ৯. পেইস প্রকল্প

১. ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি:

তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র মানুষের আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে 'ওসাকা' ১৯৯৮ সালে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়নের চরগড়গড়ি গ্রাম থেকে এই কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে ৭টি জেলায় সর্বমোট ৫২টি শাখার মাধ্যমে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় গাভী পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, হস্তশিল্প, রিক্সা/ভ্যান ক্রয়, গবাদি পশু ক্রয়, হাস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ, নার্সারি, ফলের চাষ ও ব্যবসা, সব্জি চাষ ও ব্যবসা খাতে ঋণ সুবিধা দেওয়া হয়। এ ছাড়াও এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন মোটিভেশন, প্রশিক্ষণ, সাংগঠনিক বিষয়ে সচেতন করে ওসাকা ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে উদ্যোগী ঋণ গ্রহীতাগণ শুধু তাদের নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাই করেনি বরং তাদের প্রতিষ্ঠানে অন্যরাও কাজ করছে। নিয়মিত সাপ্তাহিক মিটিং-এ শিক্ষা, চিকিৎসা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন বিষয়ক সচেতনতামূলক আলোচনার মাধ্যমে আর্থিক উন্নতি সাধনের পাশাপাশি হতদরিদ্র পরিবারগুলো নিজেদের জীবন সম্পর্কে উন্নত ধারণা পোষণ করতে সক্ষম হচ্ছে।

এক নজরে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি: জুন ২০২৪

জেলার সংখ্যা	উপজেলার সংখ্যা	ইউনিয়নের সংখ্যা	সমিতির সংখ্যা	মোট সদস্য	মোট ঋণী সদস্য	সর্বমোট সঞ্চয়	সর্বমোট ঋণস্থিতি
০৭	২৯	২৩৯	৩৯২৬	৭০৯৭৮	৫৯৬৬৮	৭৯.৯১ কোটি	২৮৪.৫৫ কোটি

২. **শিক্ষা কার্যক্রম:**

প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা অধিকারের কথা মাথায় রেখে সংস্থা বতর্মানে দু'টি বিদ্যালয় পরিচালনা করছে। পরীক্ষার ফলাফল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার দিক বিচার করে প্রতিষ্ঠান দু'টি ইতোমধ্যে স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। বিদ্যালয় ২টির বিস্তারিত নিম্নরূপ:

ক) বৌটুবানী পাঠশালা:

প্রতিষ্ঠাকাল: ২০০১, ১ম শ্রেণি-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত। বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী: ২৯৪ জন।

বৌটুবানী পাঠশালা

খ) কেরামত আলী বিশ্বাস উচ্চ বিদ্যালয়:

প্রতিষ্ঠাকাল: ২০১৪, ৬ষ্ঠ শ্রেণি-১০ম শ্রেণি পর্যন্ত।,বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী: ৭৮ জন।

কেরামত আলী বিশ্বাস উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একাংশ

গ) শিক্ষাবৃত্তি:

২০১৫ সাল থেকে গরীব মেধাবী এসএসসি পরীক্ষার্থীয় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি শুরু করা হয়েছে। বর্তমান ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১৪ জনের মাঝে ১.৬৮ লক্ষ টাকার চেক বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৫ থেকে এ পর্যন্ত ৪৯৬ জনের মাঝে সর্বমোট ৬৯.৭৮ লক্ষ টাকার চেক বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদেরর বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত ৭২,০০০/= টাকা প্রদান করা হয়েছে।

সাবেক সচিব ও বিটিভির মহাপরিচালক কবি আসাদ মান্নান, ওসাকা'র নির্বাহী পরিচালক কবি মজিদ মাহমুদ শিক্ষার্থীদের মাঝে চেক প্রদান করছেন।

ঘ) এমআরএ-এমএফআই শিক্ষাবৃত্তি :

জুন, ২০২২ মাস থেকে শুরু করে প্রতিমাসে জনপ্রতি ৩০০০/- হারে ৩ জন শিক্ষার্থীকে এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত ১.৮৬ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের ১জন নারী শিক্ষার্থী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১জন ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১জন পুরুষ শিক্ষার্থী।

চেক প্রদান করছে পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম ও পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আব্দুল ওয়ারেস

৩. **সমৃদ্ধি কর্মসূচি:** পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সার্বিক সহযোগিতায় 'ওসাকা' জুলাই'২০১৪ থেকে ঈশ্বরদী উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়নে তিনটি ইউনিটে বিভক্ত হয়ে ৫৫ জন স্টাফের মাধ্যমে ১৪টি গ্রামের ১০৫৭২টি খানার সর্বমোট প্রায় ৪৩১৯৯ জন জনগোষ্ঠির মাঝে বিনামূল্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। স্বাস্থ্যসেবিকা, প্যারামেডিকস্-এর পাশাপাশি এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা নিম্নলিখিত সেবাসমূহ নিশ্চিত করা হচ্ছে:

শিশু বিষয়ক স্বাস্থ্য ক্যাম্পে রোগী দেখছেন ডাঃ মোঃ শামসুল হক

এক নজরে সমৃদ্ধি কর্মসূচি: জুন ২০২৪ পর্যন্ত

ক্র: নং	বিবরণ	ইউনিট	ক্রমপুঞ্জিভূত
১.	স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন	সংখ্যা	৫৫৭৩
২.	স্ট্যাটিক ক্লিনিকে সেবা গ্রহণকারী	জন	৪৫৫৪০
৩.	স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন	সংখ্যা	১০৪১
৪.	স্যাটেলাইট ক্লিনিকে সেবা গ্রহণকারী	জন	৩১২৮৪
৫.	সাধারণ স্বাস্থ্য-ক্যাম্প আয়োজন	সংখ্যা	৩৫
৬.	সাধারণ স্বাস্থ্য-ক্যাম্পে সেবা গ্রহণকারী	জন	৪৪০৯
৭.	চক্ষু-ক্যাম্প আয়োজন	সংখ্যা	৮
৮.	চক্ষু-ক্যাম্পে সেবা গ্রহণকারী	জন	১৭৯৭
৯.	স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সভা আয়োজন	সংখ্যা	১১৮৭৪
১০.	ডায়াবেটিকস্ পরীক্ষা করা হয়েছে	জন	১১২৬২
১১.	শিক্ষাকেন্দ্র	সংখ্যা	২২
১২.	ছাত্র-ছাত্রী	সংখ্যা	৩০০জন (ছাত্র: ১৪০, ছাত্রী: ১৬০ জন)

৪. **কৈশোর কর্মসূচি:** অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে মানুষের সুকুমার বৃত্তির চর্চাকে সম্পৃক্ত করে একটি সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মনস্ক সমাজ ও জাতি গঠনের লক্ষ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক সহায়তায় আগস্ট,২০১৭ থেকে পাবনার ঈশ্বরদী উপলেজলায় 'সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি' শীর্ষক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় উপজেলার বিভিন্ন স্কুল/ক্লাব পর্যায়ে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পাশাপাশি বিভিন্ন মেলার আয়োজন করা হয়।

কৈশোর মেলা উদ্বোধন করছেন ওসাকা'র সিনিয়র পরিচালক জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম

এক নজরে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত

ক্র: নং	কর্মসূচি	সংখ্যা	কিশোর	কিশোরী
১	ক্লাবের সংখ্যা	২১৪ টি	১০৭টি	১০৭টি
২	মেন্টরের সংখ্যা	২২৭ টি	১১৫টি	১১২টি
৩	ক্লাবের বিদ্যমান সদস্য	৪১৭৩ জন	২৫৮৮ জন	১৫৮৫ জন
৪	ক্লাবের সভা আয়োজন	৪৫টি		
৫	সামাজিক সচেতনতা বিষয়ক কর্মকাণ্ড	৮৬টি		
৬	স্বাস্থ্যসচেতনতা বিষয়ক সভা	৬০টি		
৭	সফট স্কিল উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন	২৩টি		
৮	নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ক কর্মকাণ্ড	১১টি		

৫. প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি:

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক সহায়তায় পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়নে প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে আগস্ট, ২০১৭ থেকে "প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি" শীর্ষক কার্যক্রম শুরু হয়। উক্ত কর্মসূচির আওতায় প্রবীণ সম্মাননা, প্রবীণ ঋণ, স্বাস্থ্যসেবা, শারীরিকভাবে নাজুক ও বঞ্চিতদের বিশেষ সহায়তা, অস্বচ্ছল প্রবীণদের ভরণ-পোষণ ও আবাসন প্রভৃতি সেবা প্রদান করা হয়।

প্রবীণদের মাঝে ওয়াকিং স্টিক বিতরণ করা হচ্ছে

এক নজরে জুন ২০২৪ পর্যন্ত

ক্র: নং	কর্মসূচি	ক্রমপুঞ্জিভূত
০১	ইউনিয়ন সংখ্যা	১ টি
০২	গ্রাম সংখ্যা	১৩ টি
০৩	প্রবীণ জনসংখ্যা	২০২৫ জন
০৪	প্রবীণ কমিটির সংখ্যা	১০টি
০৫	স্বাস্থ্যসেবা প্রদান	৩০৭৬ জন
০৬	মাসিক পরিপোষক ভাতা	৩৭,৮৫,০০০/=
০৭	মৃতের সৎকার	২০৫ জন
০৮	প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র	১টি
০৯	সহায়ক উপকরণ প্রদান (কম্বল, চাদর ,ওয়াকিং স্টিক, হুইল চেয়ার প্রভৃতি)	৫৩৪টি

৬. **এসইপি-মিনি গার্মেন্টস প্রকল্প:**

৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি. তারিখ থেকে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় পাবনা জেলার পাবনা সদর ও ঈশ্বরদী উপজেলায় শুধুমাত্র মিনি রেডিমেড গার্মেন্টস শিল্পের সাথে জড়িত উদ্যোক্তাদের ঋণ সহায়তা ও কারিগরি সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হচ্ছে।

এসইপি'র সদস্যর কারখানা পরিদর্শন করছেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের

এক নজরে এসইপি-মিনি গার্মেন্টস : জুন ২০২৪

ক্র: নং	বিবরণ	ক্রমপুঞ্জিভূত	মন্তব্য
১	প্রকল্পের জনবল	৬জন	পুরুষ: ৫ জন, নারী: ১ জন
২	লক্ষ্যভুক্ত উদ্যোক্তা	১৮০০ জন	
৩	শাখার সংখ্যা	৫টি	
৪	সদস্য সংখ্যা	২১৮ জন	
৫	ঋণী সদস্য	১৩৯ জন	
৬	সঞ্চয়স্থিতি	৩৩.৯২ লক্ষ	
৭	ঋণ বিতরণ	৩১.৮৮ কোটি	
৮	ঋণস্থিতি	৭৬.১৪ লক্ষ	

৭. **এসইপি-লিচু প্রকল্প:** ২৭ জুন, ২০২১ খ্রি. তারিখ থেকে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় শুধুমাত্র লিচু সেক্টরের সাথে জড়িত উদ্যোক্তাদের ঋণ সহায়তা ও কারিগরি সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে অগ্রসরমান বাজারে ও আন্তর্জাতিক বাজারে অভিগম্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ লিচু উৎপাদন ও বিতরণের জন্য কৃষক পর্যায়ে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো লিচু উৎপাদনে 'ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তি' সংযোজন করা হয়।

লিচু উৎপাদনে 'ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তি'

এক নজরে নিরাপদ লিচু প্রকল্প: জুন ২০২৪

ক্র: নং	**বিবরণ**	**ক্রমপুঞ্জিভূত**	**মন্তব্য**
০১	জেলা	১ টি	পাবনা
০২	উপজেলা	৩টি	ঈশ্বরদী, চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া
০৩	প্রকল্পের জনবল	৫জন	
০৪	লক্ষ্যভুক্ত উদ্যোক্তা	৭০০ জন	
০৫	শাখার সংখ্যা	৫টি	
০৬	সদস্য সংখ্যা	৭৪২	
০৭	ঋণী সদস্য	৬৩১	
০৮	সঞ্চয়স্থিতি	১.৩৪ কোটি	
০৯	ঋণ বিতরণ	২৭.২১ কোটি	
১০	ঋণস্থিতি	৪.৮৩ কোটি	

৮. **রিকভারি এন্ড এডভান্সমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট (রেইজ) প্রকল্প:** সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখ থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সার্বিক সহায়তায় ৫ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প শুরু করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত, ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রমের সাথে সংগতিপূর্ণ নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ উদ্যোক্তা ও বিদ্যমান ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন উদ্যোগের উপর প্রশিক্ষণ পরবর্তী ঋণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের জুন ২০২৪ পর্যন্ত তথ্যাদি:

রেইজ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ওসাকা'র নির্বাহী পরিচালক কবি মজিদ মাহমুদ

ক্র: নং	**বিবরণ**	**ক্রমপুঞ্জিভূত**
১	প্রকল্পের জনবল	৪ জন
২	শাখার সংখ্যা	১৪টি
৩	তরুণ উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদান	৮.০ কোটি
৪	কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদেও ঋণ বিতরণ	৪.০ কোটি
৫	'ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	৯৭৮ জন
৬	বেকার তরুণ-তরুণীদের ৬ মাস মেয়াদী বিভিন্ন ট্রেডে ওস্তাদের তত্ত্বাবধানে ৬ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান	১২০ জন

৯. পেইস প্রকল্প: (প্রকল্প সমাপ্ত)

মার্চ ২০২৩ থেকে ক্ষুদ্র উদ্যোগে উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়ন, ব্র্যান্ডিং এবং ই-কর্মাস ভিত্তিক বিপণন বিষয়ক উপ-প্রকল্পের শুরু করা হয়।

হোগলা পাতা ও ছন দিয়ে পরিবেশবান্ধব শো-পিস তৈরি

এক নজরে জুন ২০২৪ পর্যন্ত তথ্যাদি

ক্র.	বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	অর্জনের হার (%)
১	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫০০ জন	৫০০ জন	১০০
২	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পণ্যের ব্র্যান্ডিং ও ই- কমার্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫০০ জন	৫০০ জন	১০০
৩	পণ্যের গুণগত মান উন্নয়নে প্রযুক্তি সহায়তা	২০টি	২০টি	১০০
৪	পণ্যের স্টাইল ও ডিজাইন আধুনিকায়নে আর্থিক সহায়তা	১৬টি	১৬টি	১০০
৫	পণ্যের ব্র্যান্ডিং এ আর্থিক সহায়তা (ফেসবুক বুস্টিং প্রচারণা)	১৬টি	১৬টি	১০০
৬	পণ্যের লেবেলিং আধুনিকায়নে আর্থিক সহায়তা	১৭ টি	১৭ টি	১০০
৭	পণ্যের মোড়কীকরণে আর্থিক সহায়তা	১৫ টি	১৫ টি	১০০
৮	পণ্যের সনদায়নে আর্থিক সহায়তা	৫ টি	৫ টি	১০০
৯	বিদ্যমান ব্যবসায়ে পণ্য প্রদর্শনে আর্থিক সহায়তা	১৮ টি	১৮ টি	১০০
১০	কারখানার পরিবেশগত উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা	২৫ জন	২৫জন	১০০
১১	স্বাস্থ্যসম্মত কর্ম-পরিবেশ উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা	২৫ টি	২৫ টি	১০০

এছাড়া সরকারের সাথে সমন্বয় করে বিভিন্ন জাতীয় দিবস দিবসসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ওসাকা শুরু থেকে স্যানিটেশন রিলেটেড কার্যক্রম অতিগুরুত্বের সাথে পালন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় জিওবি-ইউনিসেফ (SHEWA-B) প্রকল্প ও Decentralized Water and Sanitation Service for the Disadvantaged Poor People (DWSS) এর আওতায় পাবনা জেলার বেড়া, চাটমোহর, সুজানগর ও ঈশ্বরদী উপজেলার ২৭টি ইউনিয়নে ১০০% স্যানিটেশন কাভারেজ-এর দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেছে। উপরোল্লিখিত কর্মসূচি ছাড়াও 'ওসাকা' ইতোপূর্বে অতি দক্ষতার সাথে কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট, Developing Inclusive Insurance Project (DIISP), Post Literacy & Continuing Education Program PLCEP, HYSAWA Project (Water and Sanitation), NGO-Forum ও NGO-Foundation-এর প্রকল্পসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে।

(মোঃ আব্দুল মজিদ)
নির্বাহী পরিচালক, ওসাকা।